Naya Jamana Evening Edition..........9 October....adddddddd..._Layout 1 18-04-2026 15:05 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৪ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ১৮ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১৬ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 18-04-2026 15:05 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৪ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ১৮ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১৬ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বাঁদরামি করলে সাঁজোয়া গাড়ি খেয়ে নেব', ফের স্বমহিমায় অনুব্রত

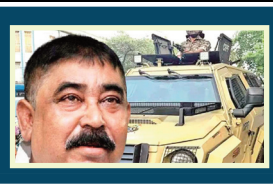

তামিলনাড়ুতে খাদে আছড়ে পড়ল গাড়ি, মৃত্যু ৯ পর্যটকের! শোকবার্তা মোদির

ব্রিটেনে আশ্রয় পেতে সমকামী হচ্ছেন পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি অভিবাসীরা!

পতন শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপির বাংলাই আগামীর পথ দেখাবে ঃ মমতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পতন শুরু হয়ে গিয়েছে মোদী সরকারের। হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় নির্বাচনী সভা থেকে এভাবেই বিজেপিকে বিঁধলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার পাঁচলা নেতাজি সঙ্ঘের মাঠে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় তাঁর স্পষ্ট বার্তা, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে এখন অন্যের সমর্থনে কুর্সিতে বসে আছে বিজেপি। দিল্লির দখল নেওয়ার ডাক দিয়ে মমতা বলেন, 'বিজেপিকে আমরা হারিয়েছি। মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া হয়েছে। সব যাবে।' লোকসভার ফলের রেশ টেনে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, এবার বাংলার মাটিতেও পর্যুদস্ত হতে হবে গেরুয়া শিবিরকে। বাংলাই আগামীর পথ দেখাবে বলে দাবি করেন তিনি। সংসদে মহিলা বিল নিয়ে কেন্দ্রের অস্বস্তিকে হাতিয়ার করেছেন নেত্রী। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, মহিলা সংরক্ষণের জন্য তিনি ১৯৯৮ সাল থেকে লড়াই করছেন। বিল ছাড়াই তৃণমূলের নির্বাচিত মহিলা সাংসদ সংখ্যা

লোকসভায় ৩৬ শতাংশ এবং রাজ্যসভায় ৪৬ শতাংশ। মমতার কথায়, 'বিজেপির শিক্ষা নেওয়া উচিত। ডিলিমিটেশন চেয়ে দেশ ভাগ করতে চেয়েছিল ওরা।' সেই সঙ্গে বহিরাগত ইস্যুতেও সরব হন তিনি। ভিন রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার প্রসঙ্গ টেনে তাঁর প্রশ্ন, 'বাংলার লোকেরা অন্য রাজ্যে হেনস্থার শিকার হলে তোমরা কেন বাংলায় বহিরাগত হবে না?' বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মমতা অভিযোগ করেন, দেশটাকে লুটেপুটে খেয়ে সর্বনাশ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে তাঁর কটাক্ষ, 'সৌদি আরবে নেতার সঙ্গে কোলাকুলি করার সময় হিন্দু-মুসলিম দেখা হয় না। ওমানে গোমাংস রফতানি করা হচ্ছে, অথচ বাংলায় মাছ-মাংস বন্ধের চেষ্টা চলছে।' কেন্দ্রীয় সংস্থার অতিসক্রিয়তা নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, কেন শুধু তৃণমূলের বাড়িতেই হানা দেওয়া হয়? দলের কর্মীদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, তাঁর কর্মীরা টাকার কাছে মাথা নত করেন না। এই লড়াইকে 'বদলার লড়াই' হিসেবে ব্যাখ্যা করে মা-বোনেদের তাঁর সহযোদ্ধা হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। ভোটের দিন কর্মীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। ইভিএম মেশিন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'সব বোতাম টিপে পরীক্ষা করে দেখবেন। মেশিন খারাপ হলে ভোট করতে দেবেন না। না হলে চিপ ঢুকিয়ে দেবে।' ভোটারদের নিজের ভোট নিজে দেওয়ার আর্জি জানান তিনি। যারা বিজেপির হয়ে কাজ করতে এসেছে, তাদের উদ্দেশ্যে মমতার হুঁশিয়ারি,

'বিজেপি কাল থাকবে না। মানুষ বদলা নেবে।' প্রার্থীদের জেতানোর ডাক দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দেন, লোকসভার পর এবার বাংলার বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপিকে ধুয়ে মুছে সাফ করাই তাঁর লক্ষ্য। ফাইল ফটো।

৬০ শতাংশে পৌঁছল কেন্দ্রের ডিএ, পিছিয়েই রইল নবান্ন

ফের মহার্ঘ ভাতা বাড়াল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনে আরও ২ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি পেল মোদী সরকারের কর্মীদের। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের ডিএ-র হার ৫৮ থেকে বেড়ে পৌঁছে গেল ৬০ শতাংশে।

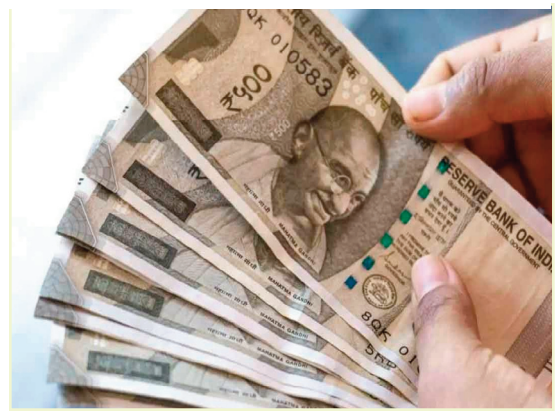

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ফের মহার্ঘ ভাতা বাড়াল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনে আরও ২ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি পেল মোদী সরকারের কর্মীদের। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের ডিএ-র হার ৫৮ থেকে বেড়ে পৌঁছে গেল ৬০ শতাংশে। নতুন এই বর্ধিত হার ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মীদের সঙ্গে মহার্ঘ ভাতার ফারাক একধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মীরা ২২ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পান। চলতি বছরের অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজ্য সরকার ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিল। সেই সময় কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএ-র ফারাক ছিল ৩৬ শতাংশ। কেন্দ্রের নতুন এই ২ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে সেই ব্যবধান এবার বেড়ে দাঁড়াল ৩৮ শতাংশে। একদিকে যখন রাজ্যে ডিএ নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে, ঠিক সেই আবহেই কেন্দ্রের এই ঘোষণা নবান্নের ওপর চাপ আরও বাড়াল বলেই মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কর্মীরা ইতিমধ্যে অষ্টম পে কমিশনের দাবি তুলেছেন। ন্যাশনাল কাউন্সিল-জয়েন্ট কনসালটেটিভ মেশিনারির পক্ষ থেকে কেন্দ্রকে দেওয়া স্মারকলিপিতে বেতন কাঠামো পরিবর্তনের দাবি জানানো হয়েছে। এই দাবি মানা হলে কর্মীদের প্রাথমিক বেতন ১৮ হাজার টাকা থেকে লাফিয়ে ৬৯ হাজার টাকা হতে পারে। এই আলোচনার মাঝেই ফের মহার্ঘ ভাতা বাড়ল। রাজ্যে ডিএ নিয়ে সংঘাত দীর্ঘদিনের। নবান্ন বারবার জানিয়েছে, ডিএ দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় এবং রাজ্যের ভাঁড়ারে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই। মামলা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মেটাতে হবে। ভোট ঘোষণার ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রী সেই ২৫ শতাংশ মেটানোর কথা বললেও কেন্দ্রীয় হারে ডিএ না পাওয়ায় কর্মীদের ক্ষোভ কমেনি। কেন্দ্রের এই নতুন পদক্ষেপে সেই বৈষম্যই এবার আরও স্পষ্ট হল। প্রতীকী ফটো।

দেবাশিসের বাড়িতে আয়কর হানা কমিশনের হস্তক্ষেপ চাইল তৃণমূল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের মুখে দেবাশিস কুমারের বাড়িতে আয়কর হানা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। শুক্রবার দিনভর রাসবিহারীর তৃণমূল প্রার্থীর বাড়ি ও নির্বাচনী কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই সক্রিয়তাকে 'বেআইনি' তকমা দিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস। আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে আয়কর দপ্তরের বিরুদ্ধে দ্রুত কড়া ব্যবস্থার আর্জি জানিয়েছে ঘাসফুল শিবির। ১৫ ঘণ্টার দীর্ঘ তল্লাশিতে জনপ্রতিনিধিকে 'হেনস্থা' করা হয়েছে বলে চিঠিতে দাবি করেছে শাসকদল। শুক্রবার সকাল থেকে দেবাশিস কুমারের বাড়িতে আয়কর আধিকারিকদের ম্যারাথন তল্লাশি চলে। বাড়ির বাইরে মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচনী মরসুমে আইনত কোনও বাড়তি সুবিধা বা অসুবিধা দেওয়ার অধিকার কেন্দ্রীয় এজেন্সির নেই। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়ম

মেনেই সম্পত্তির হলফনামা দিয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন প্রার্থী। তা সত্ত্বেও কেন এই তড়িঘড়ি তল্লাশি, সেই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। ভোটের আবহে কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই 'অতি তৎপরতা' আসলে মনোবল ভাঙার চেষ্টা বলেই মনে করছে দল। এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রের দিকে আঙুল তুলেছেন তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলেন, 'ভোটের আগে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের হেনস্তা করাই একমাত্র লক্ষ্য। গতবারও ভোটের আগে গোটা বাংলা এমন ঘটনার সাক্ষী ছিল। এবারও কেন্দ্রীয় এজেন্সি কাজে লাগিয়ে ভোটের আগে মনোবল ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আগেও সরব হয়েছি, ভবিষ্যতেও প্রতিবাদ করব।' তৃণমূলের দাবি, জনপ্রতিনিধিকে দীর্ঘ সময় আটকে রেখে নির্বাচনী কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। ভোটের মুখে আয়কর দপ্তরের এই পদক্ষেপ আদতে আদর্শ আচরণবিধির বিরোধী। কেন্দ্রীয় এজেন্সির মাধ্যমে বিরোধী স্বর দমানোর চেষ্টার অভিযোগ তুলে এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চাইল জোড়াফুল শিবির। কমিশনের কাছে তৃণমূলের স্পষ্ট আর্জি, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে দ্রুত এই ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সব মিলিয়ে দেবাশিস কুমারের বাড়িতে আয়কর হানা ঘিরে সরগরম মহানগর। ফাইল ফটো।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 18-04-2026 15:05 Page 3

ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে ফেক প্রোফাইল ?

মাত্র কয়েক মিনিটে পরিচয় ফাঁস করবে এআই

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ইন্টারনেটে নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখা এখনকার দিনে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। অনেকে মনে করেন, একটি ছদ্মনাম বা ভুয়া ছবি ব্যবহার করলেই কেউ চিনতে পারবে না, কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এই ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। মানুষের আঙুলের ছাপ যেমন অনন্য, তার লেখার ধরণ বা স্টাইলও অনেকটা সেরকম। আপনি যখন কোনও কমেন্ট করেন বা পোস্ট লেখেন, তখন অজান্তেই কিছু নির্দিষ্ট শব্দ বারবার ব্যবহার করেন বা নির্দিষ্টভাবে বাক্য গঠন করেন।

এআই এই 'লিখনশৈলী' বিশ্লেষণ করে। ভুয়া প্রোফাইলের লেখার সঙ্গে আসল প্রোফাইলের লেখার মিল খুঁজে বের করে এটি মাত্র কয়েক মিনিটে বলে দিতে পারে যে দুটি অ্যাকাউন্ট আসলে একই ব্যক্তির।আপনি দিনে কখন ইন্টারনেটে সক্রিয় থাকেন, কোন ধরনের খবর পড়েন বা কোন লিঙ্কে ক্লিক করেন, এই সবকিছুর একটি প্যাটার্ন থাকে। এআই এই প্যাটার্নগুলো পর্যবেক্ষণ করে। যেমন আপনি যদি আপনার আসল অ্যাকাউন্ট এবং ফেক অ্যাকাউন্ট একই ফোন বা কম্পিউটার থেকে ব্যবহার করেন, তবে এআই খুব সহজেই সেই ডিভাইসের ডিজিটাল আইডি শনাক্ত করে ফেলে।অনেক সময় ফেক প্রোফাইলে অন্য কারও ছবি বা ইন্টারনেটে পাওয়া কোনও সুন্দর দৃশ্য ব্যবহার করা হয়। এআই এখন এতটাই উন্নত যে ছবির ভেতরের লুকানো তথ্য যাকে মেটাডাটা বলে তা থেকে বের করতে পারে ছবিটি কোথায় এবং কখন তোলা হয়েছিল। ছবির

পিক্সেল বিশ্লেষণ করে বলে দিতে পারে এটি এআই দিয়ে বানানো নাকি আসল। আপনার ফেক প্রোফাইলটি কাদের সঙ্গে যুক্ত বা আপনি কোন ধরনের গ্রুপে ঘোরাঘুরি করছেন, তা থেকেও আপনার পরিচয় বের করা সম্ভব। আপনার আসল প্রোফাইলের বন্ধু তালিকার সঙ্গে যদি ফেক প্রোফাইলের কর্মকাণ্ডের সামান্যতম মিল থাকে, তবে এআই সেই সূত্র ধরে আপনার আসল নাম-ঠিকানা খুঁজে বের করে ফেলে।এআই-এর প্রভাবে যারা ইন্টারনেটে মহিলা বা শিশুদের হেনস্তা করে অথবা ভুয়া খবর ছড়িয়ে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করে, তাদের খুব দ্রুত আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে। সাইবার অপরাধ দমনে এটি একটি শক্তিশালী অস্ত্র।

আবার অন্যদিকে, অনেকে নিরাপত্তার খাতিরে বা ব্যক্তিগত কারণে নিজের নাম প্রকাশ করতে চান না। এই প্রযুক্তির কারণে তাদের গোপনীয়তা নষ্ট হতে পারে।

সাধারণ মানুষের ওপর কড়া নজরদারি চালানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে।প্রযুক্তির এই যুগে আমরা ডিজিটাল দুনিয়ায় যা কিছু করছি, তার প্রতিটি পদক্ষেপের চিহ্ন থেকে যাচ্ছে। তাই ইন্টারনেটে নিজেকে আড়াল করার চেয়ে সচেতনভাবে এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে থাকাই এখন সবথেকে নিরাপদ উপায়।

পাকিস্তানে এবার বন্ধের মুখে

পড়তে চলেছে ক্যান্সার চিকিৎসা !

মৃত্যুর মুখে হাজার হাজার রোগী

নয়া জামানা ডেক্স ঃ চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়ে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের সরকারি ক্যানসার চিকিৎসা পরিষেবা কার্যত স্তব্ধ হওয়ার মুখে । সরকারি তহবিলে টান পড়ায় জীবনদায়ী ওষুধ মিলছে না, যার ফলে কয়েক হাজার নথিভুক্ত ক্যানসার রোগীর ভবিষ্যৎ এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অর্থাভাবে গত কয়েক মাস ধরে বহু হাসপাতালে ওষুধের নতুন স্টক এসে পৌঁছায়নি।প্রদেশের অন্যতম প্রধান চিকিৎসা কেন্দ্র হায়াতাবাদ মেডিকেল কমপ্লেক্স, খাইবার টিচিং হাসপাতাল এবং আইয়ুব টিচিং হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে বিনামূল্যে ক্যানসার চিকিৎসার এই ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামটি চালানো হয়। কিন্তু বর্তমানে ওষুধের সরবরাহ বন্ধ থাকায় অন্তত ১০০০ জন রোগী চিকিৎসার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। বিশেষ করে পেশোয়ার ও অ্যাবোটাবাদের হাসপাতালগুলিতে পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ। খাইবার টিচিং হাসপাতালের তথ্য অনুযায়ী, সেখানে বর্তমানে কোনও স্টক নেই। ফলে ৬২৩ জন নথিভুক্ত ক্যানসার রোগী ওষুধ পাচ্ছেন না।

অন্যদিকে, আইয়ুব টিচিং হাসপাতালে ডিসেম্বর মাসে শেষবারের মতো ওষুধের জোগান এসেছিল, যা এখন শেষের পথে। স্বাস্থ্য সচিব শাহিদুল্লাহ খান জানিয়েছেন, বর্তমান অর্থবর্ষে (২০২৫-২৬) এই

কর্মসূচির জন্য মোট ১৫০০ মিলিয়ন পাকিস্তানি টাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত মাত্র ৮২০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করেছে। অর্থাৎ, ৬৮০ মিলিয়ন টাকার বিশাল ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ওষুধের সরবরাহ স্বাভাবিক করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে অন্য খাত থেকে টাকা এনে এই সংকট কাটানোর চেষ্টা চলছে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।সংকট শুধু তহবিলেই নয়, পাকিস্তানের বাজারে ওষুধের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিও কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। বোহর বাজারের মতো বড় পাইকারি বাজারগুলিতে ওষুধের দাম ৫০ শতাংশ থেকে ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র ক্যানসার নয়, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা থাইরয়েডের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ওষুধের দামও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, যে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন ডিভাইসের দাম আগে যা ছিল, তা এখন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, এই রোগের চিকিৎসায় বিরতি দেওয়া মানে মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করা। বিশেষ করে যারা থার্ড বা ফোর্থ স্টেজে আছেন, তাদের জন্য প্রতিটা দিন গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসূচির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১০,০০০-এর বেশি মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। এখন যদি সরকার দ্রুত হস্তক্ষেপ না করে, তবে নিম্নবিত্ত পরিবারের রোগীদের পক্ষে এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে।নাগরিক মহলের অভিযোগ, একদিকে মুদ্রাস্ফীতি আর অন্যদিকে সরকারি উদাসীনতা;এই জোড়া ফলায় পিষ্ট হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। রাজ্য সরকার কবে এই ঘাটতি মেটায় এবং জীবনদায়ী ওষুধ আবার কবে হাসপাতালের ওয়ার্ডে পৌঁছায়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে হাজার হাজার মুমূর্ষু রোগী ও তাদের পরিবার।

কবরস্থানই প্রেমের নতুন ঠিকানা !

কেন এই ট্রেন্ডে ঝুঁকছে জেন জি?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ এখনকার জেন জি প্রজন্মের মধ্যে ডেটিংয়ের একটা অদ্ভুত কিন্তু নতুন ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। আগে যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকারা ক্যাফে, রেস্তোরাঁ বা পার্কে দেখা করত, এখন অনেকেই বেছে নিচ্ছেন কবরস্থানকে ডেটের জায়গা হিসেবে। বিষয়টা শুনতে অস্বাভাবিক লাগলেও, এর পিছনে কিছু বাস্তব কারণ রয়েছে।আজকের দিনে ডেটিং অনেকটাই বদলে গিয়েছে। মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, রিলস-এসবের কারণে মানুষ একসঙ্গে থাকলেও মনোযোগ থাকে না একে অপরের দিকে। ক্যাফেতে বসলে চারপাশে শব্দ, ভিড় আর ব্যস্ততা থাকে। ফলে মন খুলে কথা বলা বা একে অপরকে ভালোভাবে বোঝা কঠিন হয়ে যায়।অনেক তরুণ-তরুণী মনে করছেন, এই সব জায়গায় ডেট করলে সম্পর্কের গভীরতা তৈরি হয় না।এক্ষেত্রে কবরস্থান একেবারে আলাদা অভিজ্ঞতা দেয়। সাধারণত কবরস্থান খুবই শান্ত, নিরিবিলি আর ফাঁকা থাকে। সেখানে বসে দু'জন মানুষ সহজে মন দিয়ে কথা বলতে পারে, কোনও রকম বাধা বা বিভ্রান্তি ছাড়াই। এই নির্জন পরিবেশ অনেকের কাছে আরামদায়ক লাগে, কারণ তারা নিজেদের মতো করে সময় কাটাতে পারে।আরেকটা বড় কারণ হল, শহরে ব্যক্তিগত জায়গার অভাব। পার্ক, ক্যাফে-সব জায়গায়ই ভিড় বা নজরদারি থাকে। কিন্তু কবরস্থান

তুলনামূলকভাবে অনেকটাই নির্জন, তাই সেখানে কিছুটা ব্যক্তিগত সময় পাওয়া যায়। এই কারণেও অনেক জেন জি যুগল এই জায়গা বেছে নিচ্ছেন।তাছাড়া কবরস্থানের পরিবেশ মানুষকে একটু ভাবুক করে তোলে। জীবনে সময়ের মূল্যের মতো বিষয় মাথায় আসে। ফলে কথাবার্তাও হয় একটু গভীর, গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ। অনেকেই মনে করেন, এতে সম্পর্ক আরও জোরালো হয়।তবে এই ট্রেন্ড সকলে ভালভাবে নিচ্ছেন না। অনেকের মতে, কবরস্থান হল শ্রদ্ধা আর শোকের জায়গা। সেখানে ডেট করা ঠিক নয়, এটা অসম্মানজনক। আবার কেউ কেউ বলছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়টা একটু বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে, বাস্তবে এতটা জনপ্রিয় নয়।এই নতুন ট্রেন্ড দেখাচ্ছে যে, আজকের তরুণ প্রজন্ম ভিড় আর চাকচিক্যের থেকে দূরে সরে গিয়ে শান্ত, সহজ এবং সত্যিকারের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছে। তারা এমন একটা পরিবেশ খুঁজছে, যেখানে দু'জন মানুষ সত্যি করে একে অপরকে বুঝতে পারে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 18-04-2026 15:05 Page 4

মিনি ইন্ডিয়ার মাটিতে নাচ-গানে প্রচার

উন্নয়নের বার্তা নিয়ে জয়ের স্বপ্নে রবীন্দ্র বারা ওরাও

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি বিধানসভা ডুয়ার্সের চা বাগান, জঙ্গল আর পাহাড়ঘেরা এই এলাকা এখন ভোটের উত্তাপে টগবগ করছে। কিন্তু এই উত্তাপের মাঝেও এমন এক ছবি সামনে এল, যা একেবারে আলাদা যেখানে রাজনীতির সঙ্গে মিশে গেল সংস্কৃতি, আর প্রচারের সঙ্গে জুড়ে গেল মানুষের টান। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বীরেন্দ্র বারা ওরাও মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর থেকেই এক মুহূর্ত বসে নেই। ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে থাকা চা বলয় জুড়ে চলছে টানা প্রচার। তবে শুধু সভা-মিছিল নয়, তাঁর প্রচারের ধরনটাই একটু অন্যরকম মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়া, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের ভাষায় কথা বলা। এরই মাঝে তিনি পৌঁছে যান ডুয়ার্সের পোরো বস্তি এলাকায় যেখানে একসঙ্গে বসবাস করে প্রায় ৪০টি জনজাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ। তাই জায়গাটার নামই হয়ে গেছে তমিনি ইন্ডিয়াদ। সেদিন সেখানে খোলা আকাশের নিচে জমেছিল এক জমজমাট সাংস্কৃতিক আয়োজন। মেচ, রাভা, বড়ো, গারো, অসুর, ওরাও, সাঁওতাল নানান সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের ঐতিহ্য তুলে ধরতে একত্রিত হয়েছিলেন। ঠিক তখনই সেই অনুষ্ঠানে হাজির হন তৃণমূল প্রার্থী। কোনও রাজনৈতিক ভাষণ নয়, কোনও স্লোগান নয় বরং একেবারে আপনজনের

মতো সবার সঙ্গে মিশে গেলেন তিনি। গল্প করলেন, সময় কাটালেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল ঢোলের তালে নাচেও সামিল হয়েছেন। সেই মুহূর্ত যেন প্রচারের বাইরেও এক অন্য বার্তা দেয় মানুষের সঙ্গে সম্পর্কই আসল শক্তি। রবীন্দ্র নিজেও বলেন খুব সহজ ভাষায় এই কালচিনি, এই তরাই-ডুয়ার্সটাই আসলে মিনি ইন্ডিয়া। এখানে সব জাতি, সব ধর্ম, সব ভাষার মানুষ একসঙ্গে থাকে। আমি শুধু প্রার্থী না, আমি এই সবারই একজন। অন্যদিকে স্থানীয় মানুষের প্রতিক্রিয়াও ছিল বেশ ইতিবাচক। বাসিন্দা বিনয় নার্জিনারি জানান, আমরা প্রায় ১৪টা জনজাতি মিলে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি। প্রতি বছর কলকাতায় গিয়ে আমাদের সংস্কৃতি তুলে ধরি। গতবার যাওয়া হয়নি, তাই এই গেট-টুগেদার। উনি নিজে থেকে জানতে চেয়েছিলেন আসতে পারবেন কিনা। এত ব্যস্ততার মাঝেও উনি এসেছেন এটা আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আমরা চাই উনি জিতুন, কারণ উনাকে আমরা পাশে পেয়েছি। তবে এই আবেগঘন ছবির পাশাপাশি বাস্তব সমস্যাও রয়েছে যথেষ্ট। চা বাগান নির্ভর এই এলাকায় শ্রমিকদের সমস্যা একটা বড় ইস্যু। মোট ২১টি চা বাগানের মধ্যে একটি পুরোপুরি বন্ধ, আর কয়েকটি অচল অবস্থায়। বকেয়া মজুরি, পিএফ, সুযোগ-সুবিধা এসব নিয়েই মানুষের ক্ষোভ আছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র বলেন, আগের থেকে অনেক কিছু বদলেছে। শ্রমিকদের মজুরি ৬৬ টাকা থেকে বেড়ে ২৫০ হয়েছে, খুব শিগগিরই ৩০০ হবে। এখন সরকার নজর রাখছে কোনও বাগান তিন মাস বন্ধ থাকলে নতুন মালিক আনার সুযোগ রয়েছে। চা শ্রমিকদের লবণ দিয়ে চা খাওয়ার অভিযোগ নিয়েও প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেন, কে এসব বলছে জানি না। এখন চা বাগানে হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স, ক্রেশ, রাস্তা অনেক উন্নয়ন হয়েছে। আগে এসব কিছুই ছিল না। ভোটে জিতলে কী করবেন, সেই প্রশ্নে তিনি স্পষ্ট রোডম্যাপও তুলে ধরেন প্রথমেই নদীভাঙ্গন ঠেকাতে বাঁধ তৈরি করা, কারণ অনেক জায়গায় নদী বাড়ির কাছে চলে এসেছে।তারপর পানীয় জলের সমস্যা মেটানো অনেক এলাকায় জলস্তর নেমে গেছে। জঙ্গলে ঘেরা এলাকায় সোলার লাইট বসানো, যাতে বন্যপ্রাণীর ভয় কমে। আর সবচেয়ে বড় স্বপ্নএকটা স্পোর্টস একাডেমি তৈরি করা। বাতিনি বলেন, আমাদের এখানে ফুটবলের প্রতি ভীষণ টান। সঠিক ট্রেনিং পেলে এখানকার ছেলেমেয়েরা জাতীয়-আন্তর্জাতিক স্তরে খেলতে পারবে। এর পাশাপাশি ডুয়ার্সের পর্যটনকেও উন্নত করতে চান তিনি।রাজাভাতখাওয়া, দলসিংপাড়া এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে ট্যুরিজম গড়ে উঠলে কর্মসংস্থানের নতুন রাস্তা খুলে যাবে।

রাজনৈতিক আক্রমণও অবশ্য বাদ যায়নি। বিজেপির বর্তমান বিধায়ককে নিশানা করে তিনি বলেন, মানুষ ২৮ হাজার ভোটে জিতিয়েছিল, কিন্তু পাঁচ বছরে কোনও উন্নয়ন হয়নি। এবার মানুষই জবাব দেবে। সব মিলিয়ে কালচিনি এখন জমজমাট লড়াইয়ের মুখে । একদিকে উন্নয়নের দাবি, অন্যদিকে মানুষের প্রত্যাশাআর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক প্রার্থী মানুষের সঙ্গে মিশে নিজের জায়গা পোক্ত করার চেষ্টা করছেন। শেষ পর্যন্ত কে জিতবে, তা বলবে ভোটের ফল। তবে এই মুহূর্তে একটা কথা স্পষ্ট কালচিনির মাটিতে রাজনীতি শুধু মঞ্চে নয়, মানুষের মাঝেই তৈরি হচ্ছে।

প্রতিজ্ঞাস্তম্ভ'-র মাধ্যমে লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রকাশ পলাশীপাড়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীর

পার্থ দাস বৈরাগ্য,নয়া জমানা, নদীয়া ঃবিধানসভা ভোটের আগে অভিনব উদ্যোগ নিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার আর মৌখিক প্রতিশ্রুতি নয়, একেবারে লিখিত আকারে 'প্রতিজ্ঞাস্তম্ভে'র মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছর কি করা হবে তার তালিকা আগাম প্রকাশ করলেন পলাশীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রুকবানুর রহমান। পলাশী পাড়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে উন্নত জরুরি ও পরিষেবা-সহহাঁসপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল স্থাপন করা হবে, যা গুনমান সম্মত।শিক্ষার সুযোগ বাড়াবে এবং এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করবে বলে তিনি জানান।এছাড়াও এই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। যাতে দ্রুত যানবাহন চলাচল নিশ্চিত হয় সেদিকে গুরুত্ব দেয়া হবে । পাশাপাশি জলঙ্গি নদীর ওপর চকবিহারী-তেহট্ট সেতু নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এছাড়াও পলাশিপাড়ায় একটি কৃষান মান্ডি নির্মাণ করা হবে,যা কৃষি পরিকাঠামোগত

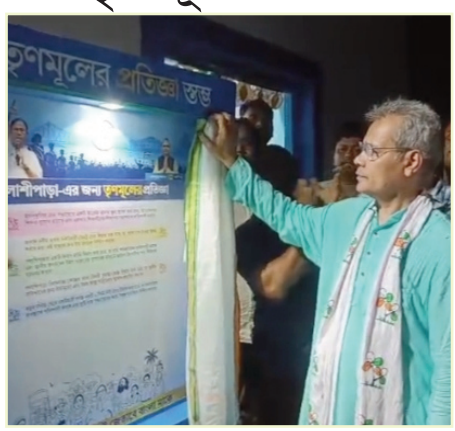

শক্তিশালী করবে এবং স্থানীয় কৃষকদের উন্নত বাজারের সুযোগের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রিতে সহায়তা করবে। এছাড়াও পলাশীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য বিনামূল্যে এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ প্রসারিত করবে। এরপরও তিনি আরও একটি প্রতিশ্রুতি দেননতুন বার্নিয়া থেকে চকবিহারী পর্যন্ত ৮ কিমি বিটি রোড নির্মাণ করা হবে,যা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে, এবং দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সহজে যাতায়াত নিশ্চিত করবে বলে তৃণমূলের প্রতিজ্ঞাস্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে।

নজরে মহিলা ভোট! সিঁদুরে রাজনীতি তৃণমূলের

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ এবার ভোটের হিসেব যেন মিশে যাচ্ছে কপালের সিঁদুরের টিপের সঙ্গে। বাঁকুড়া বিধানসভার তালডাংরা, কেঞ্জাকুড়া থেকে ঝাঁটিপাহাড়ি; বিভিন্ন গ্রামে এখন বাড়ি বাড়ি ঘুরে সিঁদুরের কৌটো বিলি নিয়ে জোর চর্চা চলছে। চায়ের দোকান, পাড়ার মোড় কিংবা আড্ডার আসর;সবখানেই একটাই প্রশ্ন, তকপালে টিপ পড়বে, না ভোটের টিপ পড়বে?স্থানীয়দের কথায়, নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবেই গৃহবধূদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট সিঁদুরের কৌটো। অনেক ক্ষেত্রে সেই কৌটোর গায়ে তৃণমূল প্রার্থী চিকিৎসক অনুপ মণ্ডলের ছবি দেখা যাচ্ছে। কেঞ্জাকুড়া ও তালডাংরার বিভিন্ন এলাকায় প্রচারের সময় দলীয় কর্মীরা মহিলাদের জন্য চালু বিভিন্ন প্রকল্প, বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা তুলে ধরছেন। ফলে, সিঁদুরের কৌটো আর শুধু ব্যবহারিক জিনিসে সীমাবদ্ধ নেই, তা এখন রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হয়ে উঠেছে।এই বিষয়ে অনুপ মণ্ডল এক সভায় বলেন, তএটা কোনও প্রলোভন নয়। মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতেই এই কৌটো দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পে এলাকার বহু মহিলা উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ।অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী নীলাদ্রীশেখর দানা এই ঘটনাকে কটাক্ষ করে বলেন, উন্নয়নের কোনও হিসেব নেই, তাই এখন কৌটো বিলি করে ভোট টানার চেষ্টা চলছে। ভোটের আগে এই ধরনের কাজ ঠিক নয়। মানুষ সব বুঝছেন, ঠিক সময়ে জবাব দেবেন।এই বিষয়কে ঘিরে গ্রামবাংলায় হাসি-মজারও কমতি নেই। ঝাঁটিপাহাড়ির এক চায়ের দোকানে আড্ডায় কেউ বলছেন, তসিঁদুর তো কপালেই পড়বে, কিন্তু ভোটটা কোথায় পড়বে সেটাই আসল। আবার কেউ মজা করে বলছেন, তকৌটো হাতে এসেছে ঠিকই, কিন্তু ভোট কাকে যাবে, সেই হিসেব সবাই কষছে।দ ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাঁকুড়ায় সিঁদুরকে ঘিরে রাজনৈতিক আলোচনা বাড়ছে।

দুর্গাপুর স্টেশনে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২ যুবক

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের আগে জোরদার প্রচারের মাঝেই ফের বড় অঙ্কের টাকা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশন-এ। শুক্রবার রাতে রেল পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিহারের দুই যুবক;গুড্ডু রায় ও তপনকুমার মিত্রকে। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মোট ৫০ লক্ষ টাকা।রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেন থেকে নামার পর ওই দুই যুবকের আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের সঙ্গে থাকা একটি বড় ব্যাগ দেখে পুলিশের সন্দেহ আরও বাড়ে। প্রাথমিক জেরায় তাঁদের বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর ব্যাগ তল্লাশি করতেই উদ্ধার হয় বান্ডিল ভর্তি নগদ টাকা। কোনও বৈধ নথি না থাকায় পুরো টাকাই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।তদন্তে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিহার থেকে এসে তারা হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। তবে এত বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা নিয়ে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। শনিবার তাঁদের আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।উল্লেখ্য, পশ্চিম বর্ধমান জেলা-এর বর্ধমান পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী ২৩ তারিখ ভোট। সেই কারণে রাজ্যজুড়ে কড়া নজরদারি ও নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে। রেল স্টেশন, সড়কপথ;সব জায়গাতেই বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা।এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। শাসকদলের দাবি, বাইরে থেকে টাকা এনে ভোটে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চলছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 18-04-2026 15:05 Page 5

শূন্য থেকে শিখরে ‘গরিবের বন্ধু’ মতিবুর

টিনা প্রামানিক ।। নয়া জামানা ।। মালদা

বাংলার গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে হাজারো লড়াইয়ের গল্প।কিন্তু মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের কমলাবাড়ী গ্রামের মতিবুর রহমানের কাহিনি ছাপিয়ে যায় যেকোনো কাল্পনিক সিনেমার চিত্রনাট্যকেও।৩৮ বছরের এক যুবকের এই জয়যাত্রা কেবল এক ব্যবসায়ীর উত্থান নয় বরং এটি চরম দারিদ্র্যকে পরাজিত করে মানবিকতার শিখরে পৌঁছানোর এক অনন্য দলিল।আজ যার দুয়ারে কয়েক হাজার মানুষ সাহায্যের আশায় ভিড় করেন একসময় তার নিজেরই ছিল না দু'বেলা অন্নসংস্থানের নিশ্চয়তা।

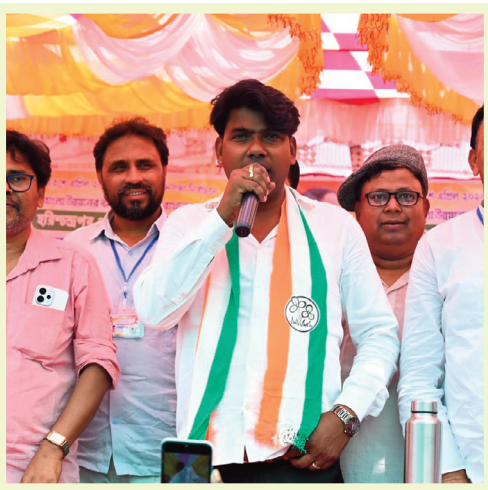

মাতৃহারা শৈশব ও এক নিঃসঙ্গ বালকের লড়াই

মতিবুরের বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখন এক কালবৈশাখী ঝড়ের মতোই তার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। মাথার ওপর থেকে চিরতরে হারিয়ে যায় মায়ের স্নেহ। মাতৃহারা সেই ছোট্ট ছেলেটির শৈশব আর পাঁচটা শিশুর মতো ছিল না। অভাবের তাড়নায় স্কুলের ব্যাগ কাঁধে নেওয়ার বদলে তাকে ধরতে হয়েছিল শ্রমিকের কোদাল। অষ্টম শ্রেণির বেশি আর পড়াশোনা করা হয়ে ওঠেনি। কমলাবাড়ী গ্রামের এবড়োখেবড়ো মেঠো পথে কখনও তিনি অন্যের জমিতে দিনমজুরি করেছেন কখনও আবার শ্রমিকের কাজ করে নিজের ও পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। সেই নিঃসঙ্গ দিনগুলোই হয়তো তাকে আজকের এই ইস্পাতকঠিন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

দিল্লি যাত্রা ঃ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও ৪০ টাকার মজুরি

১৯৯৯ সাল,পকেটে সামান্য কিছু টাকা আর বুকে এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে কিশোর মতিবুর পাড়ি দিলেন রাজধানী দিল্লিতে। নয়ডার একটি পার্কে মালির কাজ জুটল। প্রখর রোদে গাছপালার যত্ন নেওয়া আর বাগান পরিষ্কার করার বিনিময়ে প্রতিদিনের মজুরি মিলত মাত্র ৪০ টাকা।সেই স্বল্প উপার্জনের দিনগুলোতেও তিনি স্বপ্ন দেখতেন নিজের একটা স্বতন্ত্র পরিচয়ের। ২০০০ সালে তিনি একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে পাইলিং-এর কাজ শুরু করেন। সেখানে শ্রমিকের স্তরে কাজ করতে করতেই গভীর মনোযোগ দিয়ে শিখে নেন পাইলিং মেশিন চালানোর যাবতীয় কৌশল।

ধর্ম ও মানবিকতার এক অনন্য নজির

২০০৩ সালটি ছিল মতিবুরের জীবনের এক আধ্যাত্মিক ও মানসিক পরিবর্তনের বছর। সে সময় তার বেতন ৩৫০০ টাকা। তৎকালীন সময়ে একজন শ্রমিকের কাছে এই টাকা ছিল অনেক বড় প্রাপ্তি। কিন্তু গ্রামে ফিরে এসে তিনি এক অদ্ভুত কাজ করলেন নিজের ঘাম ঝরানো সেই পুরো মাসের উপার্জিত টাকা মসজিদ নির্মাণে দান করে দিলেন।নিজের পকেটে এক পয়সা না রেখে সবটুকু দিয়ে দেওয়ার এই মানসিকতাই সম্ভবত তাকে প্রকৃতির কাছ থেকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ এনে দিয়েছিল।

শ্রমিক থেকে শিল্পপতি ঃ ব্যবসায়িক উত্থানের সিঁড়ি

কাজের প্রতি একাগ্রতা ও সততা দেখে কোম্পানির কর্মকর্তারা মুগ্ধ হন। তাকে প্রথমে করা হয় 'মুন্সি' (হিসাবরক্ষক ও সমন্বয়ক)। এক বছর পরই পদোন্নতি পেয়ে তিনি হয়ে ওঠেন 'সুপারভাইজার'। কিন্তু মতিবুর অন্যের অধীনে থাকতে জন্মাননি। ২০০৬ সাল থেকে তিনি নিজেই শ্রমিক সরবরাহ শুরু করেন। ২০১১ সালে নিজের প্রথম পাইলিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি। ২০১৬ সালে দ্বিতীয় কোম্পানি খোলেন।বর্তমানে ভারতে পাইলিং ব্যবসার জগতে মতিবুর রহমান এক অতি পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত নাম।

গরিবের বন্ধু ঃ হৃদয়ের রাজত্বে এক সম্রাট

সাফল্যের শিখরে পৌঁছেও মতিবুর রহমান ভুলে যাননি তার অতীতকে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে যখনই তিনি পা রাখেন কমলাবাড়ীর সেই বিশাল অট্টালিকার সামনে ভিড় জমে মানুষের।

চিকিৎসা পরিষেবাঃ তিনি কেবল অর্থ দান করেন না নিজ উদ্যোগে অসুস্থ রোগীদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

দরিদ্রের পাশে ঃ এলাকার কোনো অভাবী মেয়ের বিয়ে বা কোনো অসহায় পরিবারের চরম দুর্দশায় তিনি হয়ে ওঠেন শেষ ভরসা।শ্রমিক দরদীনিজে একসময় শ্রমিক ছিলেন বলে আজ তার কোম্পানিতে কর্মরত কোনো শ্রমিকের মৃত্যু বা দুর্ঘটনা ঘটলে তিনি তার পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন। এভাবেই সমাজসেবা করতে করতে মালদা জেলায় তিনি আজ পরিচিতি পেয়েছেন 'গরিবের বন্ধু'নামে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ঃ তৃণমূলের তুরুপের তাস

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মতিবুর রহমান বিজেপির হয়ে লড়েছিলেন। নির্বাচনে জয়ী না হলেও তিনি রাজনীতির ময়দান ছেড়ে যাননি। বিগত পাঁচ বছরে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে যেভাবে মিশেছেন এবং দান-ধ্যান করেছেন তাতে তার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হয়েছে। এই জনজোয়ার দেখেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস বড় চমক দিয়েছে।খোদ মন্ত্রী তাজমুল হোসেনকে সরিয়ে দিয়ে এবার হরিশ্চন্দ্রপুর আসনে 'ভূমিপুত্র' মতিবুর রহমানকে প্রার্থী করা হয়েছে। তৃণমূলের এই মাস্টারস্ট্রোক রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

বিলাসিতা ও মাটির টানঃ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য

আজকের মতিবুর রহমানের জীবন আক্ষরিক অর্থেই 'ভিভিআইপি'। তার কালেকশনে রয়েছে দামি ঘড়ি, গ্যারেজে বহুমূল্য লাক্সারি গাড়ি, আর গ্রামে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বিশাল রাজপ্রাসাদ সমতুল্য ভবন। তার চার ছেলে আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ নামী বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করছে। কিন্তু এত বৈভব ও প্রাচুর্যের মাঝেও মতিবুর আজও সেই মাটির মানুষ।তিনি সগৌরবে বলেন উপরওয়ালা দিয়েছেন বলেই আজ আমি এই অবস্থানে। আমি মানুষের সাথে থাকি তাদের দুঃখে কাঁদি। তাই আমার বিশ্বাস, ভোটে মানুষ আমাকে নিরাশ করবে না। বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা।

রূপকথার নতুন অধ্যায়

কমলাবাড়ী গ্রামের সেই মাতৃহারা কিশোরটি আজ কেবল একজন সফল ব্যবসায়ী বা রাজনীতিবিদ নন তিনি হাজার হাজার স্বপ্নহীন তরুণের জন্য এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। মতিবুর রহমানের এই জীবনকাহিনি আমাদের শেখায় যে, সততা, মেধা আর পরিশ্রম থাকলে ধুলোবালি থেকেও হিরে উৎপাদন সম্ভব।এখন দেখার বিষয় সাধারণ মানুষের এই 'গরিবের বন্ধু' ভোটের বাক্সে কতটা ম্যাজিক দেখাতে পারেন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।